প্রজন্মান্তরের দিকে যাত্রা

আবীর হাসান

ভিন্ন এক মাত্রায় বিকশিত এখন প্রযুক্তি। তবে বিবর্তনের ধারায় সবচেয়ে গতিশীলতার মধ্য দিয়েই সম্ভবত এগুচ্ছে মানবসমাজ। বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তির প্রয়োগে সমাজ জীবন পাল্টে যাচ্ছে প্রতিটি দেশেই। আর বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। অর্থনীতির নিরিখে স্বল্পোন্নত পর্যায়ে থাকলেও প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য তালিকাতেই রয়েছে এ দেশ। এই অবস্থার জন্য যতগুলো অনুঘটক কাজ করেছে, সেগুলোর মধ্যে কমপিউটার জগৎ যে অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। অন্তত আমার তা নেই। বাইশ বছর আগে কমপিউটার জগৎ যখন শুরু হয়, তখনই প্রথম সংখ্যাটি দেখে আমার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তাও ব্যতিক্রমী। কারণ, তখন গোটা দুয়েক বিজ্ঞান পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ হলেও প্রযুক্তিবিষয়ক মাসিক পত্রিকার ধারণাটা ছিল অভিনব এবং দুঃসাহসী।

অধ্যাপক আবদুল কাদের সেই দুঃসাহসটা দেখিয়েছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই, তার সাহস ছিল কিন্তু দুশ্চিন্তা ছিল কনটেন্ট নিয়ে। কারণ, পত্রিকাটির এই নাম দিয়ে বিষয়টা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। এর ওপর কমপিউটার প্রযুক্তিটাও তখন ধীরে ধীরে তখনকার তুলনায় উন্নত হচ্ছে। অধিকন্তু সোর্সের খুবই অভাব ছিল, ইন্টারনেট ছিল না, বিদেশী পত্রপত্রিকা ছিল না, দেশেই কমপিউটার প্রযুক্তির জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ লেখকের অভাব ছিল যথেষ্ট। সে পরিস্থিতিতে কমপিউটার জগৎ পত্রিকাটি বের হলো একটি সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। এ যেনো জন্মের সময় শিশুর চিৎকার– 'সবার হাতে কমপিউটার চাই'।

প্রায় অসম্ভব বা পাগলামির মতো একটি ধারণাকে আঁকড়ে ধরে কমপিউটার জগৎ পথ চলতে শুরু করল। এই পরিব্রাজ্যে একদিকে যেমন ছিল অসম্ভবকে জয় করার দৃঢ়তা, অন্যদিকে ছিল বাধাগুলোকে অপসারণ করার চ্যালেঞ্জ। কমপিউটার প্রযুক্তি নিয়ে ভুল ধারণাও তখন সমাজে কম ছিল না। আরও বিচিত্র বিষয়– কমপিউটার প্রযুক্তির বিকাশের দায়িত্বে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যেই ছিল ভীতি ও কুসংস্কার প্রসূত ধ্যান-ধারণা।

কমপিউটার দিয়ে ডেস্কটপ পাবলিশিং শুরু হওয়ার পরও অনেকে কমপিউটারকে ফ্যান্টাসির জগতের কিছু কিংবা সায়েন্স ফিকশনের বিষয় বলে মনে করতেন। এক্ষেত্রে 'শয়তান'কে টেনে আনতেও দ্বিধা করেননি এরা। সমাজের চাহিদা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে এসব ধ্যানধারণা প্রকৃত বাধার সৃষ্টি করেছে ক্রমাগত। আর নিরন্তরই এসবের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ এবং একমাত্র নৈতিক লড়াই চালিয়ে গেছে কমপিউটার জগৎ।

তবে এখন পর্যন্ত কমপিউটার জগৎ-এর ধারাবাহিক সফল প্রচার ছিল কমপিউটারের উৎপাদনশীল ব্যবহার নিয়ে। আগের যত বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা এবং সাময়িকী ছিল, সেগুলোর বেশিরভাগই শিশুতোষ, বড়জোর কিশোরদের পড়ার উপযোগী 'সহজ-সরল' লেখা প্রকাশ করত। যেকোনো প্রযুক্তি আলোচনায় প্রারম্ভিক বিষয়গুলোই প্রাধান্য পেত। আর এর সাথে থাকত কাল্পনিক সম্ভাবনার কথা। কমপিউটার জগৎ খুব সচেতনভাবেই এই বিশেষত্বগুলো বর্জন করে এগিয়েছিল এবং জনগণের ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করত।

ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ের গণ্ডি পেরিয়ে কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির আওতা যতই বেড়েছে, তার সাথে তাল মিলিয়েই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য থেকে এগিয়েছে কমপিউটার জগৎ। এক্ষেত্রে অনেক উদাহরণই দেয়া যায়। প্রথমত বলা যায়– শিক্ষা ক্ষেত্রে কমপিউটারায়নের কথা, কোন কোন পর্যায়ে কিভাবে কমপিউটার ব্যবহার করা যায় এবং অনেক বিকল্পের মধ্যে কার্যকর কাজটি হলো সে বিষয়গুলোকে দেশ-বিদেশের নানা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে কমপিউটার জগৎ। এর কারণ হয়তো এই, অধ্যাপক আবদুল কাদের ছিলেন শিক্ষাবিদ। এই শিক্ষা ক্ষেত্রে কমপিউটারায়নের প্রাথমিক দায়িত্বও পালন করতে হয়েছিল তাকে।

কমপিউটার জগৎ-এর দ্বিতীয় আন্দোলনমুখী বিষয় ছিল কমপিউটার ও অন্যান্য আইসিটি পণ্য শুল্কমুক্ত করা। দীর্ঘদিন ধরে এর বিরুদ্ধে যত কুযুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, ততবারই পত্রিকাটি নৈতিক অবস্থানে থেকে যৌক্তিক প্রস্তাবনা তুলে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত সাফল্য এসেছিল, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের কমপিউটার ব্যবহারকারীদের ঐক্যের প্লাটফর্মে পরিণত করেছিল কমপিউটার জগৎ। একটি আইটি পত্রিকা সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হওয়া ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এর মাধ্যমেই কমপিউটার ব্যবসায়ী, সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব কমে আসে। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে কমপিউটার ও অন্যান্য আইসিটি পণ্য ব্যবহারের উপযোগিতা-পদ্ধতিসহ নানা খুঁটিনাটি বিষয়ও বিভিন্ন সময় তুলে ধরতে থাকে কমপিউটার জগৎ। এর ফলে শুধু সরকারই যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিল তাই নয়, অনেক বেসরকারি সংস্থাই এগিয়ে আসে তৃণমূল পর্যায়ে কমপিউটার ব্যবহারের কার্যক্রম নিয়ে।

শুধু ইস্যু নয়, বিভিন্ন কার্যক্রমের খুঁটিনাটি নিয়েও কমপিউটার জগৎ কাজ করেছে। ভাসা ভাসা ধারণার বদলে ব্যবহারিক কৃৎকৌশল নিয়েও কাজ করেছে কমপিউটার জগৎ। বিশেষত সফটওয়্যার উন্নয়ন, প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা, সম্ভাব্য ব্যবহারিক প্রয়োগ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে কমপিউটার জগৎ। এর ফলে পত্রিকাটি একটি বিষয়ভিত্তিক হলেও বহুমাত্রিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছিল। আর সম্ভাবনার কথা বলার জন্য এমন সোর্স ব্যবহার শুরু করে, যা এদেশে অন্য কোনো পত্রিকা কখনও করেনি। অর্থাৎ দেশী-বিদেশী নির্বিশেষ যত কঠিনই হোক না কেনো মূল বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মতামতটি ব্যবহার করা। ইন্টারনেট প্রচলনের আগে এই সোর্স ব্যবহার ছিল খুবই কঠিন। অর্থাৎ একটি বিষয় পরিকল্পনা করা হতো কমপক্ষে মাস তিনেক সময় নিয়ে। তারপর সম্ভাব্য লিঙ্কগুলোকে কাজে লাগানো হতো। এর পাশাপাশি ব্যবসায়িক সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রথম থেকেই কমপিউটার জগৎ সোচ্চার ছিল। ডাটা এন্ট্রি দিয়ে যা শুরু হয়েছিল, নব্বই দশক জুড়ে এই বিষয়টি ছিল এ পত্রিকার প্রধান উদ্বুদ্ধকরণের কেন্দ্রীয় বিষয়। এর সূত্র ধরেই কমপিউটার প্রশিক্ষণের মূল ধারা নিয়ে সচেতন করা কাজটিও শুরু করে কমপিউটার জগৎ। যে সময় বিভ্রান্তিকর এবং প্রতারণামূলক নানা কর্মকাণ্ডকে প্রতিরোধ করতে কমপিউটার জগৎ কার্যকর ভূমিকা রাখে। সে সময় এমন অবস্থাও হয়েছিল যে সরকারি পর্যায়েও নানা ধরনের অসম্পূর্ণ পাঠক্রম দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানো হতো। এক্ষেত্রেও বিশ্বাস কী হওয়া উচিত সে বিষয়গুলো বিভিন্ন বাস্তব উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরা হতো প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই।

এর পাশাপাশি চলত ট্যালেন্ট হান্টের কাজও। আজকে আইসিটির ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে মেধাবী বাংলাদেশী ব্যক্তিদের অনেকেই কমপিউটার জগৎ-এর আবিষ্কার। অধ্যাপক আবদুল কাদের ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে এই ট্যালেন্টদের জন্য ব্যতিক্রমী সুবিধা দেয়ার চেষ্টা করতেন।

কমপিউটার জগৎ প্রথম থেকেই যে কাজটি করে এসেছে তা হলো বিশেষজ্ঞ লেখক তৈরি। ভাসা ভাসা জ্ঞান দিয়ে যাতে কেউ না লেখেন সেজন্য সর্বোত্তম তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিতেন অধ্যাপক আবদুল কাদেরই। ফলে লেখকেরা ইস্যুগুলোকে গুরুত্বের চরম সীমায় যাতে নিয়ে যেতে পারতেন–ব্যক্তিগত আবেগ যাতে সংবরণ করতে পারেন, সে প্রশিক্ষণটাও তিনি দিতেন শিক্ষকের মতো।

ইন্টারনেট যুগ শুরু হতে না হতেই কমপিউটার জগৎ প্রবেশ করল এক নতুন জগতে। কিংবা বলা যায় ইন্টারনেটকে বাংলাদেশে কিভাবে ব্যবহার করা হবে বা যাবে তার দিকনির্দেশনাও দিয়েছিল কমপিউটার জগৎ-এ। এই যে সাবমেরিন ক্যাবল ▸

(বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়)

প্রজন্মান্তরের দিকে যাত্রা

(২৮ পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে বিতর্ক, তার কেন্দ্রে সব সময়ই ছিল কমপিউটার জগৎ। এক সময় জনৈক মন্ত্রীর সেই বিখ্যাত উক্তি–'দেশের খবর পচার হয়ে যাবে'। –এর মর্মন্ত উদ্ধার করেছিল এই পত্রিকাটিই, অন্য কোনো পত্রিকা নয়।

অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এদেশ যে সময়োপযোগী নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়ার অভাবে উন্নতি করতে পারে না– পদে পদে তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কমপিউটার জগৎ। আইসিটি ব্যবহারের বহুমাত্রিকতার সেই ধারা এখন পর্যন্ত ধরে রেখেছে পত্রিকাটি। একটি পরিণতির দিকে কি যেতে পেরেছে?

এ প্রশ্নটি আসলে একটি পত্রিকায় জন্য মানায় না বা প্রযোজ্যও নয়। কারণ চলমান সবকিছু নিয়েই এগিয়ে চলেছে কমপিউটার জগৎ। এই যে আইসিটিভিত্তিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের জন্য অর্থ আনার ইস্যুটি– একে তো বাঁচিয়েই রেখেছে কমপিউটার জগৎ। এছাড়া বলা যায় আইসিটি পার্কের জন্য তাগাদা দেয়ার বিষয়টি। কমপিউটার জগৎ চলছে তার আদর্শিক পথে। তবে এক্ষেত্রে কিছু আপেক্ষিক এবং ব্যতিক্রমী বিষয়ও আছে। যেমন আইসিটির সাথে সেলফোন এবং রেডিও ব্যান্ডের সংস্কারায়ন। হ্যান্ডহেল্ড বিভিন্ন ডিভাইস, রোবটিকস, ন্যানো টেকনোলজি প্রযুক্তিকেই প্রজন্মান্তরে নিয়ে চলেছে আর আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স অটোমেশনের ক্ষেত্রে যে ব্যাপকতা তৈরি করেছে তা বিবর্তনের ধারায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা। এ এক অভিনব প্রজন্মের বিবর্তিত চেহারা। প্রযুক্তির সাথে সাথে এগিয়েছে এই পত্রিকাটিও। এটিও চলেছে প্রজন্মান্তরের দিকে। কমপিউটার জগৎ অনেক কিছু দেখেছে–অনেক কিছু দেখিয়েছে। তিনটি স্তরের কথা বলা যায়– আনকানেক্টেড, ওয়্যারড আর ওয়্যারলেস। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলোড়ন উঠেছে– বিশ্বের বাণিজ্যও চলেছে বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য নিয়ে। কখনও সমুজ্জ্বল কখনও ম্রিয়মাণ, মন্দায় সঙ্কটে নিমজ্জমান পরিস্থিতি– সবকিছুকেই আসলে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নিয়েছে কমপিউটার জগৎ। দায়িত্ব বলাই বোধ হয় সবটুকু নয়– দায়বদ্ধতার এক কঠিন প্রত্যয় নিয়েই এগোচ্ছে কমপিউটার জগৎ– নতুন প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করে করেই একে এগোতে হবে। দেশের জন্য যে কর্তব্যবোধ নিয়ে এর যাত্রা শুরু, সে বিষয়টাকেই স্মরণ করছি আবার কজ

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com